এক বৃদ্ধের ডায়েরি

বুদ্ধদেব বসু

অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকাল : শ্রীপঞ্চমী, ৮ই মাঘ, ১৩৫৮ / ২৩ জানুয়ারী, ১৯৫১

প্রচ্ছদ : শ্রীধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর : শ্রীশেফালিকা রায়, লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস ঃ

প্রভাত ও সন্ধ্যা

রুক্মি

প্রেমপত্র

প্রবন্ধ ঃ

সাহিত্যচর্চা

শার্ল বোদলেয়র ও তাঁর কবিতা

কাব্যগ্রন্থ ঃ

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

বুদ্ধদেব বসুর কবিতাসংগ্রহ

এক বৃদ্ধের ডায়েরি

২২শে ফেব্রুয়ারি

কাল আমার কাছে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তাঁকে দেখে আমার অনেক কথাই মনে পড়লো। এক মহিলা, সঙ্গে একটি লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক—স্বামী নিশ্চয়। আমি ঘরে ঢুকতে দু-জনেই উঠে দাঁড়ালেন। 'বসুন, বসুন। তা আপনারা?'

'আমি উষা। গৌহাটির উষা।' আমি মহিলার মুখের দিকে তাকালাম।

ফর্সা রং, ভাসা-ভাসা চোখ হালকা রঙের। পরনে ঢালাই পাড়ের শাদা তাঁতের শাড়ি (নিজের মেয়ে যুবতী হবার পরে অনেক বঙ্গমহিলা যা ছাড়া কিছু পরেন না), হাতে কয়েক গাছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি (নিজের মেয়ে যুবতী হবার পরেও অনেক বঙ্গমহিলা যা ধারণ ক'রে থাকেন)। আঁচলটা মাথার ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছেন, চওড়া সোনালি পাড়ের তলায় আলপিন-প্রমাণ সিঁদুরের ফোঁটা দেখে আমার অন্য কথা মনে প'ড়ে গেলো।

'গৌহাটির উষা? ও।'

'আর ইনি—'

'আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ সিংহ,' ভদ্রলোক দু-হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'আমি ছিলাম মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, অর্ধেক জীবন মানভূম-সিংভূমেই কেটেছে, এখন রিটায়ার ক'রে কলকাতায় আছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'আমার বিয়ের পরে আপনি এঁকে দেখেছিলেন, কিন্তু এখন আর চিনতে পারার কথা নয়।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'তুমি আমাকে "আপনি" বলছো কেন?'

তাছাড়া আর কী বলা যায়।' মৃদু হাসলেন মহিলাটি, আমি দেখলাম তাঁর সামনের দাঁত দুটির মধ্যে ফাঁক। তখন খুব সরু ফাঁক ছিলো, একচুল, বোঝা যায় কি না যায়।

মহিলাটি ব্যাগ খুলে একতাড়া চিঠি বের করলেন।

'মেয়ের বিয়ে?'

'তার একটু দেরি আছে এখনো। আমারা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম, তাই—'

'গৃহপ্রবেশ? হঠাৎ আমাকে মনে পড়লো?'

মহিলাটি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'আমরা বাইরে-বাইরে ছিলাম, বহুকাল দেখাশোনা নেই, তাই চারদিকের সকলকেই বলছি। বৌদি বাড়ি নেই?'

'বৌদি? ··ও, হ্যাঁ, আছেন বইকি।'

ঘরে ঢুকে দেখি, অমলা ব্লাউজ বদলাচ্ছে। তার খানিকটা খোলা গা চোখে পড়লো আমার, সে ত্রস্ত হাতে আঁচলে গা ঢাকলো। বিপদের মুখে আত্মরক্ষার মতো তার ভঙ্গিটা। এ-রকম আমি আগে অনেকবার দেখেছি, এখন আর আমার হাসি পায় না।

আমার দিকে না-তাকিয়ে অমলা বললো, 'আমি আসছি এক্ষুনি। কারা এসেছেন?'

'এই—নিমন্ত্রণ করতে।'

দুটি মহিলা, পাশাপাশি, বীরেন্দ্রবাবু অপেক্ষা করছেন এঁদের কথা কখন শেষ হবে, আমি দেখছি। দুটি মহিলা, এই প্রথম দেখা হ'লো, পরস্পরের অতীত বিষয়ে কিছুই জানেন না, অথচ এক

মিনিটেই যেন অন্তরঙ্গ। এমনি হ'য়ে থাকে মেয়েরা, বয়স যত বাড়ে তত বেশি।

একটা কথা আমার কানে এলো —'ছেলেমেয়েরা কোথায় ?

'ওরা তো থাকে না এখানে,' অমলার গলা বিষণ্ণ শোনালো। 'মেয়ে চাকরি নিয়েছে রাঁচির একটা নতুন কলেজে, আর ছেলে আছে "ইকনমিক টাইমস"-এর দিল্লি আপিশে।'

'বিয়ে হয়নি কারো ?'

'কোথায় আর।' অমলার অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস পড়লো। 'আপনাদের জন্য চা নিয়ে আসি।'

ভদ্রলোকটি হাত তুলে বাধা দিলেন। 'আমাদের উঠতে হবে —অনেক জায়গায় যাবার আছে এখনো।'

'কোকা-কোলা ? একটু মিষ্টি ?'

'আর-একদিন হবে। আসবেন কিন্তু আপনারা। পয়লা মার্চ, কালকের পরের শুক্রবার,' বলতে-বলতে মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন, আমার দিকে আবছা তাকিয়ে আর-একবার বললেন, 'আসবেন কিন্তু।'

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম অন্য একটি মেয়েকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে··· মিলিয়ে গেলো।

আমি ওঁদের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের গেট পর্যন্ত এলাম। বারান্দা থেকে নেমে দেখি, অমলাও আসছে।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'সুন্দর বাড়ি আপনার। এতটা লন—বাগান—ভারি সুন্দর।'

'আমার কিছু নয়। সবই অমলার।'

বীরেন্দ্রবাবু হাসলেন। 'সবাই স্ত্রীর নামে বিষয়সম্পত্তি করে।' তাঁর চোখ চারদিকে ঘুরে এলো। 'জমি বোধহয় কাঠা দশেক হবে ?'

'আমি ঠিক জানি না।'

অমলা পেছন থেকে জবাব দিলো, 'সাড়ে দশ।'

'কত পড়েছিলো?' বীরেন্দ্রবাবু আবার আমার দিকে মুখ ফেরালেন।

অমলা জবাব দেবার আগেই আমি ব'লে উঠলাম, 'খুব শস্তা, খুব শস্তা—বলার মতো কিছু নয়।'

'কবে কিনেছিলেন?'

অমলা জবাব দিলো, 'দশ বছর আগে।'

'তাই।' চিরাচরিত বাঙালি অভ্যেস অনুসারে ভদ্রলোক এবারেও আমার দিকে তাকিয়েই কথা বললেন। 'এতদিনে অনেক চ'ড়ে গেছে নিশ্চয়ই?'

'ভালো লোককে জিগেস করছো! উনি এ-সবের কী জানবেন। আর-একদিন এসে বৌদির কাছে সব শুনে যেয়ো।'

একটা হালকা হাসি শুনলাম আমি—যেন সেই অন্য মেয়েটির।

'আমারও ইচ্ছে ছিলো শহরতলিতে বাগানওলা বাড়ি। কিন্তু গিন্নির ঝোঁক বালিগঞ্জের ওপর, আর মেয়ের তো গড়িয়াহাটের মোড়ে না-বেড়ালে রাত্রে ঘুম হয় না। সুইনহো স্ট্রীটে আড়াই কাঠা—তা-ই ষাট হাজার। কাণ্ড!'

রাস্তায় দেখলাম একটা খয়েরি রঙের দু-দরজার স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোকটি দরজা খুলে সামনের গদি তুলে ধরলেন, ভারি কোমরে একটু কষ্টে নিচু হ'য়ে গাড়িতে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বীরেন্দ্রবাবু ড্রাইভারের জায়গায় বসলেন, তাঁর মাথার টাক রোদ্দুরে চকচক করলো।

মালতীলতার শোভা দেখার জন্য গেটের সামনে একটু দাঁড়ালো অমলা, আমি আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে এগোলাম। বেলা প'ড়ে আসছে, হাওয়ায় কাঁপছে ডালপালা। আমার মনে পড়লো এখন ফাল্গুন মাস।

২

আমাকে তোয়ালে হাতে যেতে দেখে অমলা বললো, 'চা প্রায় তৈরি কিন্তু।'

'এক মিনিট। স্নান ক'রে আসি।'

ঝকঝকে ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি আয়নার সামনে, বিবস্ত্র, নিজেকে নিরীক্ষণ করছি। চোখ দুটো হলদে মনে হ'লো, চোখের তলায় সূক্ষ্ম সব রেখা। আমি হাসলাম, ঠোঁটের কোণে বিশ্রী একটা ভাঁজ পড়লো। কল খুলে জল মুখে নিয়ে দু-তিন ঢোঁকে গিললাম, গেলার সময় গলাটা ঢলঢল করলো বোকার মতো। ফুশকুড়ি, ঢিলে চামড়া, নখগুলো কালচে, হাত মুঠ করলে বড্ড বেশি ফুলে ওঠে শিরগুলো। মাথা নিচু ক'রে নাভির দিকে তাকালাম, নারকোলের রশির মতো মোটা-মোটা ভাঁজ পড়লো, ফাঁকে-ফাঁকে লম্বা এক-একটা খাদ যেন রিলীফ-ম্যাপে দেখা পৃথিবী, বা ফোটোতে দেখা চাঁদের খানাখন্দ। সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম, ভাঁজ মিলিয়ে গেলো। তিনবার পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, কোনো রকমফের হ'লো না। মিলিয়ে গেলো, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, আর কয়েক বছর পরে আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেও ভাঁজ পড়বে। আর আমার যেটা পুরুষত্বের চিহ্ন, সেটা দেখলাম, একটা রোগা দুর্বল পোকার মতো নেতিয়ে আছে। আমি হাত দিয়ে একটু ছুঁলাম সেটাকে, আঙুল দিয়ে নাড়লাম, আমার ঘেন্না করলো। তাড়াতাড়ি শাওয়ার খুলে দিলাম মাথার ওপর; স্নান সেরে, জামা-কাপড় প'রে, আবার একটু দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। পাট-ভাঙা ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবিতে এমন কী মন্দ। অন্তত চলনসই—সুশোভন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্তত বীরেন্দ্রবাবুর মতো মাথায় টাক পড়েনি, নকল দাঁতের নতুন পাটি ঝকঝক করছে। আর এইটুকুর জন্য, শুধু

শরীরটাকে নিজের চোখে ও অন্যের চোখে সহনীয় ক'রে তোলার জন্য—কী বিস্তীর্ণ আয়োজন! বয়নশিল্প, সীবনশিল্প, রজক ও পরামানিকের শিল্প—পঞ্চাশ রকম প্রসাধন। মানুষ এক দুর্ভাগা জীব, আশ্চর্য জীব।

আমাকে চা ঢেলে দিয়ে অমলা বললো, 'তোমার বোনকে বেশ লাগলো।'

'আমার বোন তো নয়।'

'আমাকে উনি বললেন কী, জানো? "আমি জানি, জীবন-দা কোনো আত্মীয়-বাড়িতে যেতে চান না, কিন্তু আপনি ওঁকে নিয়ে আসবেন।"'

'কোনোরকম আত্মীয়ই নয়!' আমি শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম। 'এই এক বিশ্রী অভ্যেস আমাদের দেশে—"অমুক-দা", "তমুক-বৌদি"!'

'তুমি এক খাপছাড়া মানুষ।' অমলা নিজের জন্য চা ঢাললো, আমার দিকে এগিয়ে দিলো দু-খানা ছোটো, চৌকো, পাৎলা, ব্রাউন, মাখন-ছোঁওয়ানো টোস্টরুটি। আমি যে-রকম পছন্দ করি। মিনিট-খানেক পরে, আমি মনে-মনে যা আশঙ্কা করছিলাম ঠিক সেই কথাটা বেরোলো তার মুখ দিয়ে।

'তুমি বিয়ে করবে না?'

আমি রুটি চিবোচ্ছিলাম, এক ঢোঁক চায়ের সঙ্গে গিলে নিলাম তাড়াতাড়ি।

'করবে না?'

'আগে অন্তত পঁচিশ বার এ-কথা হ'য়ে গেছে। আর কেন?'

'এত জেদ তোমার!'

'কিন্তু—তুমি কী পাচ্ছো না, বলো, যা বিয়ে হ'লে পাবে?'—আমি আমার যুক্তিগুলোকে সাজাতে শুরু করি। 'আমরা সব অর্থেই স্বামী-স্ত্রী। সকলে জানেও তা-ই।'

'তুমি বলেছিলে, তাই জানে।'

'আমাকে মুখ ফুটে কিছু বলতেও হয়নি। সবাই তা-ই ধ'রে নিয়েছিলো। তোমার মনে থাকতে পারে কাগজেও বেরিয়েছিলো খবরটা। সকলেই জানে ও-বয়সে কেউ ঘটাপটা ক'রে বিয়ে করে না।'

'কিন্তু বিয়ে করে।'

'যেজন্যে করে তা তো হ'য়েই গেছে সব। ধরো না, এক্ষুনি যে-মেয়েটি—মানে, এক্ষুনি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও অন্য কিছু ভাবেননি। ভাবা সম্ভবও নয় কারো পক্ষে।'

'কিন্তু সত্যি নয় তো।'

'সত্যি মানে কী? আজ ভাসির মা বেঁচে থাকলে যেমন হ'তো, তুমিও ঠিক তেমনি আছো কিনা বলো! এই বাড়ি—জমিজমা—তুমিই করেছো সব—সবই তোমার।'

'সবই ভাসির জন্য থাকবে।'

'আর পাপিয়ার জন্য। তুমি ইচ্ছেমতো ভাগ ক'রে দিয়ো ওদের মধ্যে। ব্যাঙ্কেও জয়ন্ট-অ্যাকাউন্ট আছে—কোনো অসুবিধে নেই।'

'অদ্ভুত তুমি! যেন জমিজমা ব্যাঙ্কের টাকাই সব। কখনো ভাবো না যে আমি তোমার আগে মবে যেতে পারি।' ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে অমলা আমার দিকে তাকালো, তার মুখে ফুটে উঠলো ঠিক সেই ভাবটি, যেটা আমি সবচেয়ে কম সহ্য করতে পারি, আর ওর মুখে যেটা প্রায়ই দেখা যায় আজকাল। সহিষ্ণুতা, নীরব দুঃখভোগ, 'আমার কথা কেউ বোঝে না।'

আমি টোস্টরুটির আর-এক টুকরো দাঁতে কাটলাম। সব কথাই আগে হ'য়ে গেছে, কিন্তু এক-একবার এক-এক দিকে মোড় নেয়, আমারও জবাবের জন্য আটকায় না—শুধু মাঝে-মাঝে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি।

'কিন্তু ভাসি—পাপিয়া—ওরা তো জানে।'

বুঝেও বললাম, 'কী জানে ?'

'যে আমাদের বিয়ে হয়নি।'

'আমার তা মনে হয় না। ওরা ধ'রেই নিয়েছে আমরা কোনো সময়ে দলিলে সই করেছিলাম।'

'মনে-মনে সন্দেহ করে হয়তো।'

'অন্তত তুমি তা-ই সন্দেহ করছো। কিন্তু আমি তো দেখি ওরা সুন্দরভাবে মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা।'

'মেনে আর কোথায় নিতে পারলো। চ'লে গেলো আমাদের ছেড়ে। ওরা মনে-মনে ঘৃণা করে আমাদের।'

'ব'য়ে গেছে ওদের ঘৃণা করতে। ওরা তো দু-জনেই নিয়মমাফিক স্বামী-স্ত্রীর সন্তান। ওদের কী এসে যায় ?'

'এ-জন্যেই ওদের জীবনে সুখ হ'লো না।'

আমি অমলার মুখের দিকে তাকালাম। এক ঝাঁক কথা আমার মুখে উঠে এলো, চেপে গিয়ে হালকা গলায় বললাম, 'আশ্চর্য ! ওরা নিজের মনে স্বাধীনভাবে আছে—ভালো আছে তো। আর ওদের সুখদুঃখ ওরা নিজেরাই বুঝবে—এখন তো আর ছেলেমানুষ নেই।'

'মা—বাবা—একসঙ্গে আছে, বিয়ে হয়নি। ভাবতে কেমন লাগে ওদের !'

এবার আমি আর বিরক্তির শব্দ চেপে রাখতে পারলাম না।

'সে-কথা উঠতো তোমার-আমার কোনো সন্তান থাকলে। তা যখন নেই, ভাবনাটা কী ?'

'কেন, ভাসি কি আমার ছেলে নয় ? পাপিয়া কি তোমার মেয়ে নয় ? ওরা কি আপন ভাই-বোনের মত নয় ?'

'আপন ভাই-বোন' শুনে আমার স্নায়ুগুলো মুচড়ে উঠলো। জবাব দিলাম না, পাছে কোনো কটু কথা ব'লে ফেলি।

অমলা গুনগুন ক'রে বলতে লাগলো, 'আর আমরা—মা-বাবা

হ'য়ে ওদের ঠকাচ্ছি। এদিকে কে কখন চ'লে যাই তার ঠিক নেই।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম তার চোখ ছলছল করছে। না-দেখার ভান ক'রে হালকা গলায় বললাম, 'ও-সব বাজে কথা রাখো তো! তোমার আমার কারোরই এখনো মরবার বয়স হয়নি। আর তাছাড়া, তুমি ভালোই জানো অন্য যে-কোনো স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ নেই। আর যদি ভাসি-পাপিয়াকে নিয়ে তোমার মনে কোনো খটকা থাকে তাহ'লে ওদের না-হয় সত্যি কথাটা ব'লে দেয়া যাবে।'

'ব'লে দেবে?' অমলার হাত লেগে তার পেয়ালার চা ছলকে পড়লো। 'তারপর আর যদি ওরা আমাদের মুখ না দ্যাখে?'

'তাই তো।' আমি জানি ভাসি-পাপিয়ার মনে এটা কোনো আঁচড় কাটবে না, তাদের কাছে তাদের ভাবনাই বেশি জরুরি, তবু আমি ভাবটা এমন দেখালাম যেন অমলার সঙ্গে আমি একমত। 'আর বলার কোনো মানেও হয় না আর—এতদিন হ'য়ে গেলো।'

পেয়ালার কানার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো অমলা তারপর মুখ তুলে আস্তে-আস্তে বললো, 'তুমি তাহ'লে কিছুতেই রাজি নও?'

তার করুণ চোখ ভর্ৎসনা করলো আমাকে। আমি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম।

'অমলা, আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। কোথাকার কোন্ রেজিস্ট্রারের সই-করা এক ফালি কাগজ—সত্যি কি তার এত মূল্য তোমার কাছে? তুমি তো এককালে এক বিপ্লবী দলেও ছিলে।'

'কিন্তু আমি চাই বিবাহিত স্ত্রী হ'তে! আমি বিবাহিত স্ত্রী হ'য়ে মরতে চাই।'

অমলার গাল বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল নেমে এলো।

৩

রাত এগারোটা, অমলা তার ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে, আমি আমার ঘরে সোফায় ব'সে আছি—আমার গায়ে ড্রেসিংগাউন, কোলে শেক্সপীয়র, হাতের কাছে ছোট্ট গ্লাসে স্বদেশজাত সিস্ক ব্র্যাণ্ডি। বেশ উপভোগ্য অবস্থা—তা-ই হওয়া উচিত অন্তত—কিন্তু আমি 'করিওলেনাস'-এ মন দিতে পারছি না, মনে-মনে রেগে আছি। রেগে আছি অমলার ওপর, যেহেতু আমাকে তার কথা ভাবতে হচ্ছে—এই নিরিবিলি রাত্তিরে, শুতে যাবার আগে। যেহেতু সে আমাকে তার কথা ভাবতে বাধ্য করছে, যদিও আমি অন্য কথা ভাবতে চেয়েছিলাম—এই নিরিবিলি রাত্তিরে, শুতে যাবার আগে। কেমন হ'য়ে যাচ্ছে অমলা—অবুঝ ছেলেমানুষ-মতো, মাঝে-মাঝে সত্যি মনে হয় মাথার কোনো গোলমাল বুঝি। তর্ক করে না, যুক্তি মানে না, আমি যা বলি নিঃশব্দে শুনে যায়, তারপর অনিবার্যভাবে সেই এক কথা আবার বলে। আমার ধৈর্য ক্ষ'য়ে যাচ্ছে।

আমি ভাবতে চেষ্টা করি অমলা আগে কেমন ছিলো। তেরো বছর আগে, প্রথম যখন দেখা তার সঙ্গে? যখন, চেনাশোনা অল্প একটু এগোবার পর, আমি তাকে কয়েকদিন আমার ফ্ল্যাটে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম, পুলিশের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্য? সে আপত্তি করেনি আমার বাড়িতে কোনো মহিলা নেই ব'লে, সেজন্য নিজের মধ্যে গুটিয়েও থাকেনি। গুটিয়ে থাকেনি, এগিয়ে আসেনি—বেশ একটা শুকনো ঝরঝরে আত্মস্থ ভাব ছিলো তার। বিধবা, স্বামী ছিলেন একটি ছোটো উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা, তখনও সে পার্টির জন্যই কাজ করছে, আর আমিও ভাবছি তার মতো মানুষের পক্ষে এটাই ঠিক রাস্তা। কিন্তু দু-একদিন কথা ব'লেই আমি বুঝেছিলাম সে ভেতরে-ভেতরে ক্লান্ত, বেরিয়ে আসতে চায়, অথবা তার বিশ্বাস আর